বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুত চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

০৭ নভেম্বর, ২০২৩

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ব্যানার্জী,

আপনার রবীন্দ্রপ্রীতি দেখে বিশ্বের আপামর সাহিত্য অনুরাগীর মতো আমি ও মুগ্ধ। অবাক হই। রাজনীতির সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ হয়েও আপনি কি ভাবে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আমার জানা নেই যে কেউ আপনার মতো এত গুনসম্পন্না আছেন কিনা? আপনার সাহিত্য খুব সহজেই কেন স্বীকৃতি পায় তা সহজেই বোধগম্য। আপনার অঙ্কন প্রতিভা আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের কাছে অবাক হবার জন্য যথেষ্ট। আপনাকে জানাই কুর্নিশ।

আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ। ৪০ বছর শিক্ষকতা করেছি দেশে এবং বিদেশে। রবীন্দ্রগবেষক। যদিও আপনি সাহিত্যসৃষ্টির যে ক্ষমতা দেখিয়েছেন এতটা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, সেখানে আমার লেখাপত্রের আলোচনা করে নিজে লজ্জা পেতে চাই না। আমি ক্ষুদ্র মানুষ এবং স্বল্প বুদ্ধি নিয়ে যা বুঝেছি গুরুদেবের লেখাপত্র থেকে তার ভিত্তিতে তাঁর কয়েকটা লেখা আপনার নজরে আনতে চাই। আপনার সাহিত্যমননে আমার বক্তব্যের জন্য কিছুটা জায়গা নিশ্চয় দেবেন। এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলমান দর্শন, অর্থাৎ তাঁর ভাবাদর্শ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক আজকে একবিংশ শতাব্দীতে। যদিও তিনি আমাদের সাবধান করেছিলেন তাঁর '*বিশ্বভারতী*' গ্রন্থে। যেখানে তিনি বললেন যে 'জীবনের প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে' (*বিশ্বভারতী*, পাতা ১৩৭)। দুঃখের বিষয় আজকে যারা নিজেদের রাবীন্দ্রিক হিসাবে গলা ফাটান, সেই অবার্চীনরা গুরুদেবের এই ভাবনার সাথে জেনেশুনেই পরিচিত হতে চান না। কারণ এর ফলে তাঁদের তৈরী করা মিথ্যা ইমারত চুরচুর করে ভেঙে পড়বে।

গুরুদেব কি বিতর্কের সম্মুখীন হন নি? নবীন সেনের মৃত্যুর পর যে শোকসভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে গুরুদেব যেভাবে অপমানিত হয়েছিলেন তা তৎকালীন ঐতিহাসিক নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। বিশ্বভারতী তৈরীর কাজে যখন তিনি প্রাণপাত করছেন সেই সময় সবথেকে সমালোচিত মানুষটি স্বয়ং গুরুদেব। তাঁর নিদর্শন তিনি তাঁর লেখায় যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে লিখে গিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। অর্থাৎ বিতর্ক গুরুদেবের পিছু ছাড়েনি।

শত বিতর্ক গুরুদেবকে নিজের ভাবনাচিন্তাকে কখনই বিরত করতে পারেনি। বরঞ্চ তাঁর লেখা আরো ক্ষুরধার হয়েছে। দুচারটে নিদর্শন দিলেই বোঝা যাবে। প্রথমেই তাঁর পুস্তক '*চারিত্রপূজার*' (১৮৯৫)

উল্লেখ করব। বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অমোঘ বিশ্লেষণ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, *'চারিত্রপূজার'* অংশ বিশেষ।

"আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুবল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি সুগভীর ধিক্কার।" (*চারিত্রপূজা,* পাতা ৪০)।

উপরের ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন আবার আমরা দেখতে পারছি সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত *'কর্মী রবীন্দ্রনাথ'*। সেখানে বাঙালী চরিত্র নিয়ে তিনি আরো বিশদভাবে তাঁর ভাব ব্যক্ত করেছেন তিনি বললেন,

"একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলাদেশে, যে সব পুরুষ এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেন, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত ঘর ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি বলে ঘোষনা করেন। তাঁদের পুরুষত্বে এতটুকু বাধে না। এখানকার লোকে তিল তিল কিছু গড়ে তোলার জন্য দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙার পৈশাচিক আনন্দে। এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না দেখতাম, পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তার দংষ্ট্রা বের করে আছে।" (*কর্মী রবীন্দ্রনাথ,* পাতা ২৭)।

"বাঙালির যুদ্ধ বাইরের কোনও শত্রুর সঙ্গে নয়, পরস্পর নিজের সঙ্গে; পরকে উপলক্ষ করে ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এরা অবিরত শান দিচ্ছে ছুরিতে; সে ছুরিও কোন ধাতুর তৈরি নয় -- কুৎসা এবং কাদা তৈরি তার অস্ত্র। বড়কে, বৃহৎকে, নমস্যকে মানব না। পরস্পরের কাঁধে চড়ে তার ওপর কাদা ছুঁড়বে – এই মনোবৃত্তি থেকে কল্যাণ আসতে পারে না।" (*কর্মী রবীন্দ্রনাথ,* পাতা ২৯)।

উপরের বক্তব্য পড়ে কেউ যদি এই ভাবনার বশবর্তী হন যে গুরুদেবের তির্যক বক্তব্য শুধুমাত্র সমালোচনা, তাহলে ভুল হবে। কারণ তাঁর মনে হয়েছে বিতর্ক এবং নিন্দা মানুষের বেড়ে ওঠার পাথেয়। বিতর্ক বা নিন্দা না থাকলে মানুষের ভাবনা জগতে স্থবির হয়ে যাবে। তাই তিনি নিন্দুকদের প্রশংসা করে লিখেছেন যে,

"নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভাল,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আঁলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে, বন্ধু যারা আছে,

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুত চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

নিন্দুক সে ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে,
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্বমাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুকে সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব হিতের তরে;
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।"

------ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এছাড়া তিনি আরো লিখেছেন যে তাঁর লেখার সমালোচনা যদি না হয়, তবে তাঁর পরিশ্রম বৃথা। অতএব তিনি লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর ভাবনা এই বলে যে,

"বস্তুত নিন্দা না থাকলে পৃথিবীতে নবীনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভাল কাজে হাত দিলাম; তাহার নিন্দা কেহ করে না, সে ভাল কাজের দাম কি? একটা ভাল কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই, ভাল গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কি হইতে পারে। জীবনকে ধর্মচর্চার উৎসর্গ করিলাম। যদি কোনো লোক তাহার মধ্যে গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল" – (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

এ তো গেল গুরুদেবের কথা। পরবর্তীকালে যাঁরা এসেছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসাবে তাঁদেরকে কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি কারণ তাঁরাও সঠিক অর্থে রাবীন্দ্রিক আদর্শ ধরে চলার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, তাঁদেরকে নিন্দাবানে জর্জরিত হতে হয়েছিল। যেমন, শ্রী সুধীরঞ্জন দাশ মশায়, যিনি বিচারপতির কর্মজীবন শেষ করে বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার কিছু অংশ অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি'* (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

"শ্রদ্ধেয় সুধীরঞ্জন মশায়কে একবার আমি এখানকার আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুম, তখন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য। আমি বলেছিলুম, আপনি এখানকার প্রাক্তন ছাত্র, আশ্রমিক দলের সভাপতি। আপনি তো আদর্শের রাজা, আমায় বলতে পারেন আদর্শ জিনিসটা কি?

সুধীদা একটু হেসে বললেন, তুমি তো এতদিন এখানে আছ, আদর্শ সম্বন্ধে তুমি কি শিখেছ বল তো? তোমার মতটা আগে শুনি।

সুধীদার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম, দেখুন সুধীদা, আজ গুরুদেবের আদর্শ বলতে যা দাড়িয়েছে, সেটা হল – আমার যদি পূর্বদিকে গেলে সুবিধা হয়, আমি বলব, পূর্বদিকে যাওয়াই গুরুদেবের আদর্শ; আর আপনার যদি পশ্চিমদিকে গেলে সুবিধা হয়, আপনি বলবেন পশ্চিমদিকে যাওয়াই আদর্শ।

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুত চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

আমার উত্তর শুনে সুধীদা হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, ঠিক বুঝেছ সুধাকর, ঠিক বুঝেছ। আজ গুরুদেবের আদর্শ যে পর্যায়ে নেমেছে তা হল সুবিধাবাদীদের সাধুতার ছলমাত্র।

শান্তিনিকেতনে এতকাল আছেন যাঁরা নূতন কিছু করলেই আদর্শ গেল, আদর্শ গেল করে চেঁচিয়ে ওঠেন Golden past কে তাঁরা diamond past করে এখন platinum past করতে চান। তাঁদের মতে শান্তিনিকেতনে কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তন হবে না। যা পুরানো ছিল তাই থাকবে। ছমাস বাদে একটা শিশু যে জামা গায়ে দিত, তাকে ছাব্বিশ বছর বাদেও সেই জামা গায়ে দিতে হবে, অবশ্য নিজের যদি সুবিধা হয়। তাহলে নুতন একটা আসুক তাতে আপত্তি নেই। তখন তার ব্যাখ্যা হবে, কই, গুরুদেব তো এরকম জিনিস আপত্তি করেন না। তৃণেতে ব্যাখ্যা সাজানো আছে, প্রয়োজন মতে নিজের দরকারে সেটাকে ধনুকে চাপিয়ে ছুঁড়ে দিলেই হোল (সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, *শান্তিনিকেতনের স্মৃতি,* পাতা ৪১)।"

"শান্তিনিকেতনের balance of power এর উৎস মাৎসর্য্য। বলা হয় মাৎসর্য্য হল ষষ্ঠ রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। শাস্ত্রকাররা যাই বলুন, এই তালিকাটা উল্টো করে পড়াই ভাল। মাৎসর্য্য বা হিংসা, তা থেকে উৎপত্তি interiority complex এর যেটা বাহ্যত মদ বা অহংকার রূপে প্রকাশ পায়। এই complex করে দেয় মানুষকে মোহগ্রস্ত বা কাণ্ডাকাণ্ডরহিত। তখন হয় লোভের উৎপত্তি -- ও মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খাচ্ছে, আমি কেন খাব না? লোভ চরিতার্থ হয় না বলেই ক্রোধ এবং এই ক্রোধ থেকে তখন মাছভাজা, ভক্ষণকারীকে জব্দ করার প্রবৃত্তি বা কাম। অন্তত বিশ্বভারতীর বা শান্তিনিকেতনের মাটিতে বোধ হয় এই ব্যাখ্যা সমীচীন (সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, *শান্তিনিকেতনের স্মৃতি,* পাতা ৩২)।"

এক বিদেশী শিক্ষাব্রতী যাঁকে বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম উপাধিতে ভুষিত করে যখন অধ্যাপক সত্যেন বোস উপাচার্য ছিলেন। তিনিও বিশ্বভারতী নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন -- তা আর যাই হোক কর্ণমধুর ছিল না। সুধাকরবাবু তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন যা উদ্ধৃত করা হোল।

"যাই হোক, মিসেস রুজভেল্ট শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যে বক্তব্য করেছেন তা এখানকার পক্ষে খুব গৌরবজনক নয়। তিনি লিখেছেন যে এখানকার লোকেরা সারা বিশ্ব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আইভরি গড়া এক প্রাসাদে বাস করছে। গুরুদেব বলেছিলেন *যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্* সেই দিকেই ছিল তাঁর আগ্রহ প্রচেষ্টা। তাঁর আদর্শের পতন একজন বিদেশিনী একদিনেই লক্ষ করেছিলেন (সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, *শান্তিনিকেতনের স্মৃতি,* পাতা ৫৪)।"

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী
Visva-Bharati

আচার্য: শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

সংস্থাপক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Founder: Rabindranath Tagore

উপাচার্য: প্রোফেসর বিদ্যুত চক্রবর্তী
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

উপরের আলোচনার উপসংহার খুব সহজেই টানা যেতে পারে।

(১) বিশ্বভারতী দুর্নীতি ও স্বার্থসিদ্ধির আখড়া।। যাঁরা মৌচাকে ঢিল মেরেছেন তাঁদেরকে ভুগতে হয়েছে। এমনকি গুরুদেব এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অশ্রুজলে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। কিন্তু অত্যাচারিত এবং অপমানিত হয়ে তাঁকে দুবছরে মাথায় পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সম্প্রতি সাহিত্যিক শ্রী নবকুমার বসু মহাশয় লিপিবদ্ধ করেছেন রথীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা তাঁর "*তোমার আঁধার তোমার আলো*" বইতে। যা পরবর্তীকালে পুনরাবৃত্তি হয় যখন বিখ্যাত চিন্তাবিদ যেমন অধ্যাপক সত্যেন বোস, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রমুখকে তাঁদের কার্যকাল সম্পূর্ণ করার আগেই পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এই সমস্ত উদাহরণ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি?

২) যারা রাবীন্দ্রিক বলে নিজেদের দাবী করেন তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওই রাস্তা বেছে নেন কারণ রবীন্দ্র দর্শন এদের কাছে শুধুমাত্র একটা পাথেয়।

(৩) বিশ্বভারতী নরম মাটি। যিনি উপাচার্য আসেন, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝার আগেই আক্রান্ত হন। তিনি বিশ্বভারতী উন্নতির জন্য যা করা উচিত তার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না।

(৪) তবে, উপাচার্যের এবং বিশ্বভারতীর হিতাকাঙ্খী তাদের পরিশ্রম বৃথা যায় না। গুরুদেবের আদর্শ ধরে যাঁরা বিশ্বভারতীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য মণ্ডিত হন কারণ গুরুদেবের আশীর্বাদ তাদের পাথেয়। আজ অনেকাংশে বিশ্বভারতী বিশ্বভারতী হয়েছে। কারণ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হন। আমাদের অফিসের কর্মীরাও (যারা NTA'র মাধ্যমে চাকরীতে নিযুক্ত হয়েছেন) সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সফল হয়ে এখানে চাকরীতে যোগদান করেছে। অর্থাৎ K.G. to P.G. (Pension and Gratuity)র যুগ শেষ। এতদিন যেভাবে চাকরী হয়েছে অর্থাৎ Recommendation এর মাধ্যমে আর চাকরী হবে না।

(৫) সবশেষে, বিশ্বভারতীর পরিবর্তন হচ্ছে, তাই যারা এর থেকে ফায়দা নিতেন, তারা ভীত এবং প্রদীপ নিভে যাবার আগে যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তাই তাঁরা এবার শেষ কামড় দিচ্ছেন। গুরুদেব নিশ্চয় দেখছেন যে তাঁর উত্তরসূরী যারা নিন্দায় জর্জরিত হয়েও, তাঁদের আদর্শ থেকে এক মূহুর্তের জন্য বিচ্যুত হচ্ছেন না -- এটাই নিন্দুকদের গাত্রোদাহের কারণ।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India